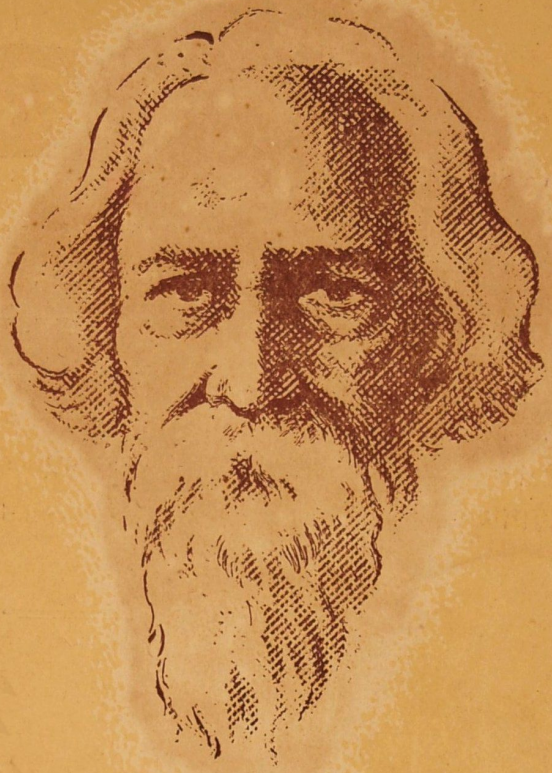

चित्रभारती

রবীন্দ্রনাথের

শেষরক্ষা

প্রযোজক :

প্রতিভা শাসমল

চিত্র-নাট্যকার ও পরিচালক

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকায়-

বিজয়া দাশ

পদ্মা দেবী, অমর মল্লিক (এন্-টি), জীবেন বসু, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভা, রেবা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মনোরমা (ছোট), বিপিন মুখোঃ, আশালতা, মিহির ভট্টাচার্য্য, নরেশ বসু (এন্-টি), বীরেন ভঞ্জ কালিদাস মুখোপাধ্যায়।

সংগঠনকারী-

চিত্র-শিল্পী···বিভূতি লাহা

শব্দ-যন্ত্রী···যতীন দত্ত

সংগীত-পরিচালক (কণ্ঠ) ··· অনাদি দস্তিদার

(আবহ) ··· দক্ষিনা ঠাকুর

শিল্প-নির্দেশক	··· বংশী আশ
দৃশ্য-নির্মাতা	··· গোপী সেন
সম্পাদক	··· বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রসায়নাগারিক	··· শৈলেন ঘোষাল
রূপসজ্জাকর	··· অভয়পদ দে
স্থির-চিত্রশিল্পী	··· নিধু দাসগুপ্ত
ব্যবস্থাপক	··· অমল দাস

(বাণী-চিত্রে সন্নিবেশিত গানগুলি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

বিশ্বভারতী

চিত্র পরিবেশক

কোয়ালিটি ফিল্মিস্

অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রস-রচনা 'শেষরক্ষা' ছবির আকারে আপনাদের কাছে নিবেদন ক'রলাম। চিত্র-নির্ম্মাণ-কার্য্যে এইটিই আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। ছবিখানি যদি আপনাদের একটুও ভালো লাগে তবে তার কৃতিত্ব তাঁদেরই প্রাপ্য—যে সব গুনীজনের হাতে এর অবয়ব সংগঠন সম্ভবপর হ'য়েছে।

জগতের চিত্র শিল্পের তুলনায় আমাদের দেশের চিত্র-শিল্পকে অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে পথ চলতে হয়—তাই তার অনেক দীনতা অনেক ত্রুটিই আমাদের শিল্পী মনকে আঘাত করে। সেই সব অসুবিধার কথা স্মরণ ক'রে আমার এই ছবিটির সঙ্গত ও বিচারের ভার আমি আপনাদের হাতেই তুলে দিলাম—তার কারণ এই আনন্দ-বিতরণের আয়োজনটুকু তো শুধু আপনাদেরই জন্য।

নানা শ্রেণীর নিকৃষ্ট রস পরিবেশন ক'রে দর্শকজনের রুচিবোধকে ক্ষুণ্ণ করবার প্রচেষ্টা চ'লেছে আমাদের দেশে—তাতে লাভের অঙ্কটা হয়ত স্ফীত হ'য়ে ওঠে—কিন্তু শিল্পের আভিজাত্য যথেষ্ট পরিমাণেই ম্লান হ'য়ে পড়ে। আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টার মধ্যে শিল্পোন্নতির কোনও ইঙ্গিৎ যদি আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা লাভ করে—তবে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মূল্যস্বরূপ, সেইটুকুই আমাদের আগামীকালের পাথেয় হ'য়ে থাকবে।

শ্রীপ্রতিভা শাসমল

নিবারণ বাবুর মেয়ে ইন্দুমতী গোড়াতেই গলদ ক'রে বসল। প্রতিবেশী চন্দ্র বাবু যখন তাঁর বন্ধু বিনোদ কবির সঙ্গে নিবারণ বাবুর বন্ধুকন্যা এবং পরিবার-ভুক্তা কমলমুখীর বিবাহ-প্রস্তাব নিয়ে তাঁর বৈঠকখানায় এসে হাজির হলেন, তখন পর্দ্দার আড়াল থেকে ইন্দুমতী চন্দ্র বাবু এবং বিনোদ কবি ছাড়া আর একজন যাকে দেখতে পেল, তার নাম যে গদাই হ'তে পারে, তা সে কিছুতেই স্বীকার ক'রতে চাইল না। বল্‌লে—"ওর নাম যদি গদাই হয়, তাহ'লে আমার নাম মাতঙ্গিনী।" গদাই নামটিকে এই একটি কথায় নাকচ ক'রে দিয়ে সে শুধোলে, "তবে তার নামটি কি ভাই, ক্ষান্তদি?" চন্দ্র বাবুর স্ত্রী ক্ষান্তমণি চট্ ক'রে আবিষ্কার করলেন, আলোচ্য যুবকটির নাম তাহ'লে ললিত। "এঃই, এতক্ষণে নামটি পাওয়া গেল। তার নাম ললিত না হয়ে যায়না"—ইন্দুমতীর এই হোলো মন্তব্য। অতএব বৈঠকখানাঘরের সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি ললিত নামেই শিলমোহরাঙ্কিত হয়ে ইন্দুমতীর মনের খাতার প্রথম পাতায় বিরাজ ক'রতে লাগল সগৌরবে।

'কানন-কুসুমিকা'র কবি বিনোদবিহারীর নাম বহুদিন থেকেই কমলমুখীর মনে বাসা বেঁধেছিল। তাই বিনোদের সঙ্গে কমলের বিবাহ স্থির হওয়াতে ইন্দুমতীর

আর আনন্দের অবধি নেই। সে উৎসাহভরে চন্দরদার বাড়ীঘর সাজাবার জন্যে ছুটে এল। স্থির হয়েছিল, বর ঐখান থেকেই বিয়ে ক'রতে বেরোবে। বৈঠকখানাঘরের সদর-দরজাকে ভিতর থেকে অর্গলাবদ্ধ ক'রে যখন সে ক্ষান্তমণির সঙ্গে ঘর গোছাতে ব্যস্ত, তখন গগাইচন্দ্রের হোলো আকস্মিক আবির্ভাব চন্দরদার বাড়ীতে। বৈঠকখানার প্রবেশপথকে বন্ধ দেখে সে আশ্রয় নিল বারান্দাতেই। এদিকে ইন্দুমতী তখন চন্দ্র বাবুর শামলা-চাপকান প'রে ক্ষান্তমণিকে প্রেমের পাঠ পড়াচ্ছে মনুসংহিতার সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর মিল রক্ষা ক'রে। বহুদিন বিবাহিত জীবন যাপন করবার পরেও ক্ষান্তমণির সুদৃঢ় ধারণা, জগৎসিংহ যেমন ক'রে আয়েষাকে ভালোবেসেছিল, চন্দ্র বাবু নিজের স্ত্রীকে ঠিক তেমন ক'রে ভালোবাসেন না। ক্ষান্তমণির দোষ কি? সে নিজের কানে শুনেছে, চন্দ্র বাবু তাঁর বন্ধুমহলের সামনে আক্ষেপ করছেন, "আমার স্ত্রী ভাই গদ্য, পদ্য নয়···বেলফুলেরমালা পরায়না, শোলোক পড়েনা" ইত্যাদি। তাই হাতের কাজ শেষ ক'রে সে আধুনিকা ইন্দুমতীর কাছে শিক্ষা করছিল, স্বামীর ক্ষুধার উদ্রেক হ'লে তাড়াতাড়ি লুচি না ভেজে দিয়ে কেমন ক'রে পাখী হয়ে উড়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রতে হয়। এমন সময়

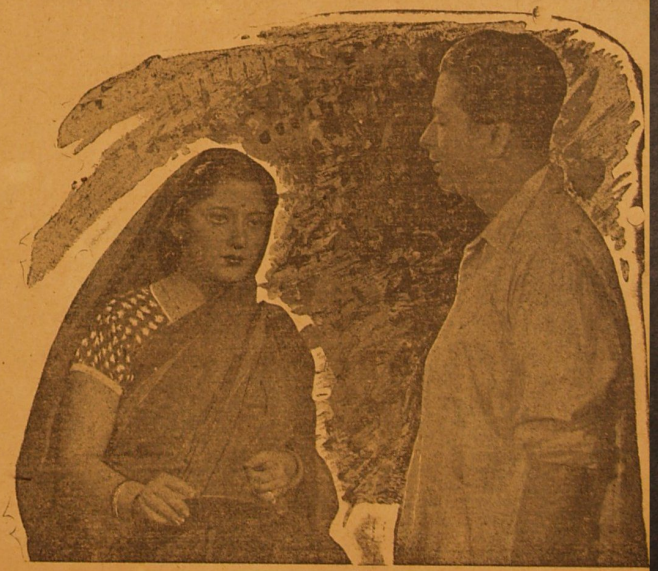

ঘটল বিভ্রাট। বিনোদের বিবাহের বাজার সেরে চন্দ্র বাবু বাড়ীতে ফিরে যখন দেখলেন, বৈঠকখানা-ঘর ভিতর থেকে বন্ধ থাকার দরুণ গদাই বারান্দায় আসীন, তখন তিনি অন্দরমহলে ঢুকে ডাক দিলেন—'বড়বৌ'। চন্দ্র বাবুর কাছে ধরা পড়বার ভয়ে শামলা-চাপকান-পরিহিতা ইন্দুমতী অতর্কিতে হাজির হ'ল গদাইয়ের সামনে। তপ্ত কটাহ থেকে অগ্নিকুণ্ডে প'ড়ে ইন্দুমতী মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিলে। উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে সে গদাইকে বানাল চন্দ্র বাবুর চাকর এবং শামলা-চাপকান তার হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি স'রে পড়বার সময় নিজের পরিচয় দিল—বাগবাজারের হরবল্লভ ষ্ট্রীটের চৌধুরীবাড়ীর কাদম্বিনী ব'লে। পুরুষবেশী নারীমূর্ত্তি গদাইকে ক'রল বিভ্রান্ত। চন্দরদার আড্ডায় সে এতদিন ধ'রে যে-ভালোবাসাকে একটা স্নায়ুরোগ ছাড়া আর কিছুই নয় ব'লে নিজেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের সার্থক ছাত্র হিসাবে জাহির করছিল, সেই ভালোবাসা এখন তাকে ক'রে তুল্‌ল— পাগল এবং কবি। কাদম্বিনীর নামে সে কবিতা লিখল—

"পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন।
এবার নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন-মরণ।"

দৈবাৎ এই কবিতালেখা খাতা যখন ইন্দুমতীর হাতে গিয়ে পড়ল এবং তার চেয়ে আরও দৈবাৎ গদাই যখন ইন্দুমতীকে ঐ খাতা নিয়ে তার সামনে থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখল, তখন গদাই যেমন আবিষ্কার ক'রল—বাগবাজারের কাদম্বিনীর মনের মাঝে সে স্থান ক'রে নিতে পেরেছে, তেমনি ইন্দুমতীরও বুঝতে বাকী রইলনা, তার সম্বন্ধে ললিত বাবুর মনোভাব কি?

বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই কবি বিনোদবিহারী হাড়ে হাড়ে টের পেল, সংসার করার পক্ষে অর্থের অনটন কি সাংঘাতিক জিনিষ এবং যেখানে অর্থ নেই, সেখানে প্রেমও অর্থশূন্য। কাজেই বিনোদ কমলমুখীকে নিবারণ বাবুর বাড়ীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু পৌঁছুবামাত্র কমল সবিস্ময়ে নিবারণ বাবুর মুখ থেকে শুনল যে, তার পিতা তাকে নিঃস্ব রেখে যাননি এবং বর্ত্তমানে সে 'কমলদীঘি' নামে একটি জমিদারীর মালিক। রাণী বসন্তকুমারী—এই ছদ্মনামে সে বিনোদকে নিজের জমিদারীর আইন-সচিব নিযুক্ত ক'রল এবং তাকে কিছু বিব্রত করবার অভিপ্রায়ে দাসীকে দিয়ে অনুরোধ জানাল—বিনোদের স্ত্রীকে তার সঙ্গিনীরূপে তার বাড়ীতে রাখবার জন্যে। বিনোদ মুখে তার কাছে স্বীকার পেয়ে মনের অস্বস্তিকে দ্বিগুণতর ক'রে তুল্‌ল; কারণ, অনেক চেষ্টা ক'রেও সে কোনো রকমেই কমলের নাগাল পেল না। বিনোদ যখন নাকালের একশেষ, তখন রাণী বসন্তকুমারী তাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটন করলেন বিনোদের মুগ্ধ দৃষ্টিকে অভিভূত ক'রে।—এই আকস্মিক ভাগ্যবিবর্ত্তনকে বিনোদ দেবতার আশীর্ব্বাদ ব'লে বরণ ক'রে নিল।

এদিকে আসল ললিত যখন স্পষ্টই তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান ক'রে গেল বাগবাজারের কাদম্বিনীকে বিবাহ করবার প্রস্তাব, ইন্দুর অবস্থা তখন 'মাটির সঙ্গে

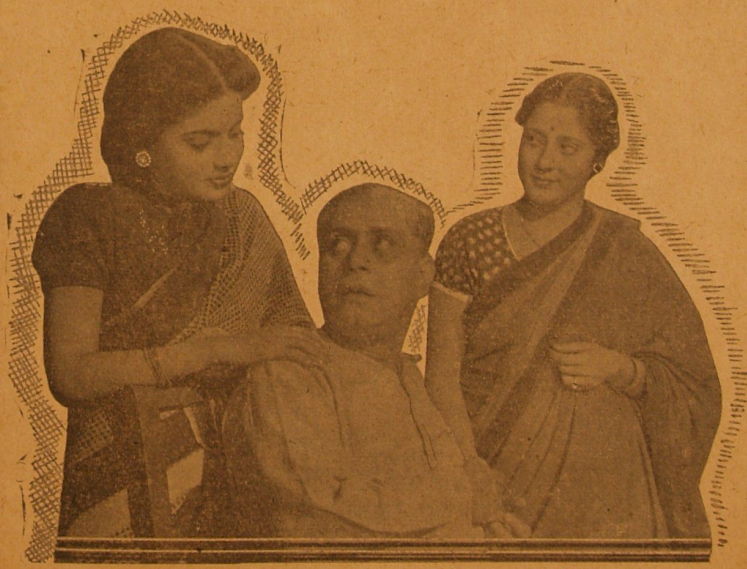

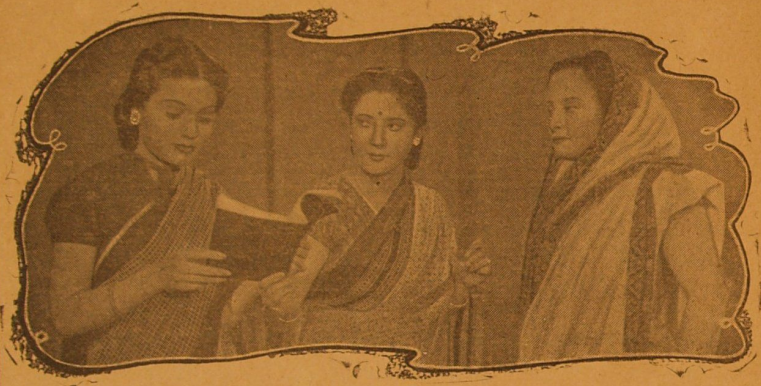

মাটি হয়ে মিশে যাবার মত'। 'মিথ্যেবাদী কোথাকার! কাদম্বিনীকে সে চেনেনা? কাদম্বিনীর নামে সে কবিতা লিখেছে, সে-খাতা এখনো আমার কাছে আছে'—এই ব'লে সে সমস্ত পুরুষ জাতির ওপর অভিমান ক'রে কমলের কাছে মিনতি জানাল—'না দিদি, আর বিয়ের কথা বলিস্ নি'। ইন্দুর কথা শুনে নিবারণ বাবু পড়লেন মহা ফাঁপরে। তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু শিবু ডাক্তারকে কথা দিয়েছেন—তার ছেলে গদাইয়ের সঙ্গেই নিজের মেয়ে ইন্দুর বিয়ে দেবেন। শিবচরণেরও ভাবনা, তিনি নিবারণের কাছে মুখ দেখাবেন কি ক'রে; পিসীর আদরের ভাইপো শ্রীমান্ গদাধরচন্দ্র ধনুর্ভাঙা পণ ক'রে বসেছেন, বাগবাজারের কাদম্বিনী ছাড়া আর কাউকে তিনি বিবাহ করবেন না। সমূহ বিপদ আর কাকে বলে!

নামের ভ্রান্তি নিয়ে হোলো যে-নাটকের সুরু, ঘটনাপ্রবাহ তাকে কোন্ পরিণতির পথে টেনে নিয়ে গেল? ইন্দু এবং গদাই গোড়াতেই যে-গলদ ক'রে বসল, সে-গলদের সংশোধন হয়ে শেষ পর্য্যন্ত **"শেষরক্ষা"** হলো কি?

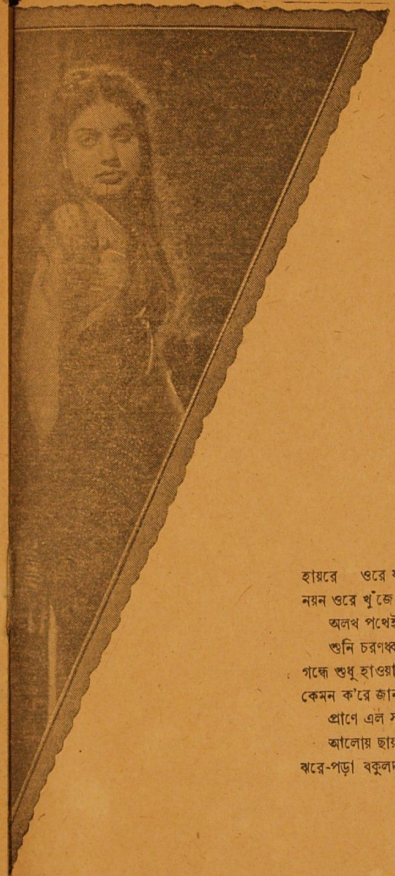

সঙ্গীত

(১)

যায় নিয়ে যায় আমায় আপন গানের টানে
ঘরছাড়া কোন্ পথের পানে॥
নিত্যকালের গোপন কথা বিশ্বপ্রাণের ব্যাকুলতা
আমার বাঁশি দেয় এনে দেয় আমার কানে॥
মনে-যে হয় আমার হৃদয় কুসুম হয়ে ফোটে
আমার হিয়া উচ্ছলিয়া সাগরে ঢেউ ওঠে।
পরাণ আমার বাঁধন হারায় নিশীথ রাতের তারায় তারায়
আকাশ আমায় কয় কী-যে কয় কেই বা জানে॥

—কমলমুখী

(২)

হায়রে ওরে যায়না কি জানা।
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায় পায়না ঠিকানা॥
অলখ পথেই যাওয়া আসা,
শুনি চরণধ্বনির ভাষা,
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় রইল নিশানা॥
কেমন ক'রে জানাই তারে বসে আছি পথের ধারে
প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা,
আলোয় ছায়ায় রঙিন খেলা,
ঝরে-পড়া বকুলদলে বিছায় বিছানা॥

—ইন্দুমতী

(৩)

মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো
দোলে মন দোলে অকারণ হরষে।
হৃদয় গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে
রসের ধারা বরষে॥
তাহারে দেখি না যে দেখি না
শুধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ঐ শুনা যায়
বাজে অলখিত তারি চরণে
রুনু রুনু রুনু রুনু নূপুর ধ্বনি॥

—ইন্দুমতী

(৪)

আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে,
কেন পাগল করো এমন ক'রে ॥
বাতাস আনে কেন জানি কোন্ গগনের গোপন বাণী,
পরাণখানি দেয় যে ভ'রে ॥
সোনার আলো কেমনে হে
রক্তে নাচে সকল দেহে ।
কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে আমার খোলা বাতায়নে,
সকল হৃদয় লয়-যে হ'রে ॥

—কমলমুখী

(৫)

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে সেই আমাদের ভালো।
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালো॥
কেউ বা অতি জ্বল জ্বল কেউ বা ম্লান ছল ছল,
কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো ॥
নূতন প্রেমে নূতন বধূ, আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল মধুর, একটুকু ঝাঁঝালো !
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা, তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো ॥
যে-মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে,
কেউ বা দিব্যি গৌরবরণ কেউ বা দিব্যি কালো ॥

—প্রথমে কমলমুখী,
পরে সকলে ।

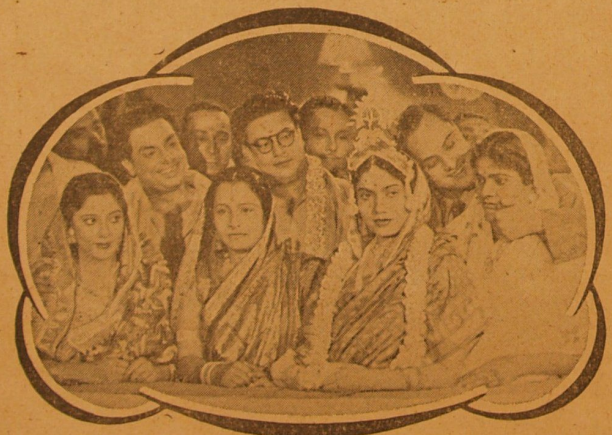

সহকারিগণ

পরিচালনায় ঃ বংশী আশ, কৃষ্ণগোপাল লাহিড়ী, পথচারী

চিত্র-শিল্পে ঃ শ্যাম মুখোপাধ্যায়, সত্যেন চন্দ, নিধু দাসগুপ্ত, হেমন্ত বসু

শব্দ-গ্রহণে ঃ গোবিন্দ মল্লিক, তরণী রায়

সম্পাদনায় ঃ অজিত দাস

রসায়নে ঃ শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন দাস, নিরঞ্জন সাহা, ভোলা মুখোপাধ্যায়

তত্ত্বাবধানে ঃ রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপসজ্জায় ঃ বিভূতি পাল

চিত্রভারতী

আগামী নিবেদন

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কবি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের—দুই বোন

পরিচালক ঃ
পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

৬৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, চিত্র-ভারতী হইতে প্রচার-শিল্পী সৌম্যেন সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। জি, সি, রায় কর্তৃক জুভেনাইল আর্ট প্রেস, ৮৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

দাম ঃ দু'আনা